দাঙ্গা

সেকাল ও একাল

সম্পাদনা
মধুময় পাল
অনিল আচার্য

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচি

সূচনা কথা/অনিল আচার্য ৯
‘দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা’/মধুময় পাল ১৫

ধর্ম ও জড়তা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩
ধর্মমোহ/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬
‘ধর্মমোহ’: একটি কবিতার জন্ম/সব্যসাচী ভট্টাচার্য ২৮
হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ: ব্যর্থতার প্রতিকার/কাজি আবদুল ওদুদ ৩৩
আদেশের নিগ্রহ/আবুল হুসেন ৪৬
সাম্প্রদায়িকতা তখন ও এখন/অন্নদাশঙ্কর রায় ৬১
সম্প্রদায়ের দায়/অশীন দাশগুপ্ত ৬৯
‘হিন্দু-মুসলমান-কী জয়!’/হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৮
সমাজ রূপান্তরের পথে মস্তবড়ো অন্তরায় সাম্প্রদায়িকতাবাদ/অমলেন্দু দে ৮৬
ধ্বংসস্তূপে আলো/শঙ্খ ঘোষ ৯৯
মৌলবাদ ও সেকুলার সংস্কৃতি/আহমদ শরীফ ১০২
দানবেরা জেতে না কখনো/সুকুমারী ভট্টাচার্য ১০৬
একটি সংস্কৃতির শোকগাথা/আশিস নন্দী ১১২
বাঙালির সাম্প্রদায়িকতা/শহিদুল ইসলাম ১২১
স্বরূপের বিবর্তন: সাম্প্রদায়িকতা থেকে ধর্মীয় জাতীয়তা/গোলাম মুরশিদ ১৪২
সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যাবর্তন/আনিসুজ্জামান ১৫৯
সাম্প্রদায়িকতা: বিষ তাড়ানোর ওষুধ কী/রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৬৪
ভালোবাসার উত্তাপে পুড়ে যায় দাঙ্গার আগুন/চন্দ্রপ্রকাশ সরকার ১৬৮
সাম্প্রদায়িকতা ও নারী/নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ ১৯২
দাঙ্গা ও নারী: বিপন্নতার প্রতিরোধ বা প্রতিরোধের
বিপন্নতা/শুভ প্রতিম রায় চৌধুরী ২০০

নারী যখন দখলের সামগ্রী/বোলান গঙ্গোপাধ্যায় ২১৬
জেনোসাইড-এর পূর্বলক্ষণ/মোহিত রণদীপ ২১৮
একটি অ্যামনেস্টি রিপোর্ট: মুখ খুললে বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেব,
ভারতে বুলডোজার অবিচার/দেবাশিস আইচ ২২৪

দাঙ্গার কথা, স্মৃতি ও প্রতিবেদন

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, ১৯৪৬ ২৩৭
১৯৪৬-এর দাঙ্গার স্মৃতি/হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪৭
ছেচল্লিশের দাঙ্গা/ভবতোষ দত্ত ২৫০
উনিশশো ছেচল্লিশের স্মৃতি/দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ২৫৩
১৯৪৬: বিদ্বেষের স্মৃতি/প্রকাশ কর্মকার ২৬৩
১৬ আগস্ট ১৯৪৬, দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং দাঙ্গা প্রতিরোধে
ট্রাম শ্রমিকদের অসামান্য বীরগাথা/সাধন ব্যানার্জী ২৭৭
১৯৪৬: কলকাতার ভয়াবহ রাজনৈতিক দাঙ্গা/সৈয়দ মনোয়ার আলি ৩১২
১৯৬৪-র দাঙ্গা: সংবাদপত্রের পাতায় ৩৩২
নোয়াখালির গণনিধন, ১৯৪৬ ৩৭১
গান্ধীর অগ্নিপরীক্ষা/অমিয় চক্রবর্তী ৩৮০
নোয়াখালির দাঙ্গা: সংবাদপত্রের পাতায় ৩৮৪

উৎস ও প্রাসঙ্গিক তথ্য ৪০৭

সূচনা কথা

> 'fundamentalism' (মৌলবাদ) ইংরেজি থেকে ধার করে আনা ধারণা। একটা বানানো শব্দ। বানানো হয়েছে যাতে প্রধান সংকটগুলো থেকে চোখ সরিয়ে আমরা দুই ঝগড়াটে বেড়ালের মতো চেল্লাচেল্লি করে মরি, আর হনুমান পিঠেটা খেয়ে মোটাসোটা হতে থাকে। এই সব ভাঁওতা আমরা আগেও দেখেছি। উসকে দিয়ে, গোলমাল বাধিয়ে তুলে, তারপর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার এই ষড়যন্ত্রটা যেন আমাদের ভয় না ধরায়।[১]

দাঙ্গা বলতে বাংলা অভিধানে বোঝায় 'বহু লোকের দলবদ্ধ হয়ে মারামারি বা কাজিয়া', দাঙ্গাবাজ বলতে বোঝায় দাঙ্গা করতে বা বাধাতে পটু, দাঙ্গা করতে বা বাধাতে অভ্যস্ত।[২] আইনগত অর্থ, যখন একদল মানুষ একত্রিত হয়ে বলপ্রয়োগ বা সহিংসতার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তখন তাকে দাঙ্গা বলা হয়। দাঙ্গার মূল বৈশিষ্ট্য[৩] দলবদ্ধ সহিংসতা, প্রকাশ্যে বিশৃঙ্খলতা। যদিও কোনো কোনো ব্যক্তি দাঙ্গা পরিচালনা করার চেষ্টা করতে পারে, তবু দাঙ্গা সাধারণত বিশৃঙ্খল গোষ্ঠীর সমষ্টি, যা প্রায়ই 'অরাজক ও পশুসুলভ ও অযৌক্তিক দলগত উন্মত্ততা প্রকাশ করে।'[৪]

যে কোনো পাঠক অভিধান খুললে বা গুগল দেখলে এই সাধারণ কথাগুলি জানতে পারবেন, তাই এই সাধারণ সূত্র উল্লেখ করা। কিন্তু আমরা সেকাল ও একালের দাঙ্গা বলতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যা ধর্ম এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই ভয়ঙ্কর উন্মত্ততার কথা বলতে চেয়েছি। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে এই ধর্মীয় রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে আমরা একটি দেশকে বিভক্ত হতে দেখেছি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গা বাংলাভাষী মানুষকে দুটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ করেছে, শুধু তাই নয় সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মৌলবাদজনিত হিংস্রতা, ফলে গণহত্যা, লুট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো নারকীয় ঘটনাসমূহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের লেখা নিবন্ধে মানব সমাজের এই অন্ধকার দিকটি নিয়ে যে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত সেখানে ধর্মান্ধতার বিপদসংকুলতার কথা বলা হয়েছে। দাঙ্গার মূল কারণ হিসেবে সমাজে যে প্রলক্ষণগুলির কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলি হল, (১) অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা (২) চিন্তার দারিদ্র্য (৩) ধর্মান্ধতা (৪) সামাজিক বিদ্বেষ (৫) ক্ষমতা দখল করার একধরনের রাজনৈতিক কৌশল। আর এই সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার উৎসমূলে আছে মৌলবাদ যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ফান্ডামেন্টালিজম্। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ফান্ডামেন্টালিজম্-এর বাংলা অনুবাদ হিসেবে 'ভৈত্তিকতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমরা এই ফান্ডামেন্টালিজম্কে মৌলবাদ বলেই অভিহিত করব। আর বিমলকৃষ্ণ মতিলাল তাঁর 'মৌলবাদ কী ও কেন' নিবন্ধ এভাবেই সূচনা করেছেন,

> ফান্ডামেন্টালিজম্কে একটি ইজমে পরিণত করা হয়ছে সর্বপ্রথমে আমেরিকায় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের 'নায়াগ্রা কনফারেন্সে'।
>
> মূলত প্রটেস্টান্ট ধর্মের এক নবতম রূপকে 'ফান্ডামেন্টালিজম্' আখ্যা দেওয়া হল।

দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এই শব্দটির বিবর্তনের কথা বলেছেন। সেই সময় 'ফান্ডামেন্টালিজম' শব্দটি গৌরবজনক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতকে যে শব্দটির অনুবাদ মৌলবাদ, তার সূচনা হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে পরিণত হয়ে শাখা বিস্তার করে সারা পৃথিবীর জনজীবনকে প্রপীড়িত করে চলেছে। পূর্বতন মৌলবাদীরা ইন্দ্রিয়পরাণয়তা, ভোগ, বিলাসব্যসন থেকে মানুষকে মুক্ত থাকতে বলতেন। তাঁরা বরাবরই ছিলেন নারী স্বাধীনতার বিরোধী। মীমাংসক বা স্মার্তদের বক্তব্য ও যাপনের মধ্যে কখনো আগ্রাসী মনোভাব ছিল না। মানুষ যে স্বভাবতই প্রবৃত্তিমুখী সেকথা তারা বলেছেন। মাংস খাওয়ায় কোনো দোষ আছে বলে তাঁরা মনে করতেন না। বিমলকৃষ্ণ আলবিরুনির ভাষ্য উল্লেখ করেছেন—

> তারা (হিন্দুরা) ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা যাতে বিশ্বাস করি, তারা তাতে বিশ্বাস করে না, তাদের যাতে বিশ্বাস আমাদের কাছে তা অবিশ্বাস্য। মোটামুটিভাবে হিন্দুদের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে ঝগড়া করার জন্য প্রাণ দিতে বা শরীর ও সম্পত্তি নষ্ট করতে প্রস্তুত নয়।[৫]

আলবিরুনির কথা ধরলে মুসলমান সমাজের বা তাঁর নিজের সমাজের মৌলবাদী ও অসহিষ্ণুতার প্রলক্ষণ বোঝা যায়। অর্থাৎ 'ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ঝগড়া করার জন্য প্রাণ দেওয়া বা শরীর সম্পত্তি নষ্ট করা' অন্য এক অর্থে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা

ও দাঙ্গার দিকে ঠেলে দেয়। তিনি তুলনা করে মুসলিম সমাজের মধ্যে যে অসহিষ্ণুতা, ঝগড়া ও সংঘর্ষের অস্তিত্ব বর্তমান, তা স্বীকার করেছেন।

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল আলবিরুনির হিন্দুধর্মের অনাগ্রাসী চরিত্রের কথা উল্লেখ করে তারপরে বলেছেন, 'একদিক থেকে আমার মতে, মৌলবাদের যে বর্তমান ভয়ংকর রূপ...প্রকাশিত হয়েছে তার উপস্থিতি অন্তত হিন্দুধর্মে ছিল না।' তাঁর মতে এই হিংসাত্মক ধর্মীয় মনোভাব পরবর্তীকালে সঞ্চার করা হয়েছে। যাঁরা বলেন, 'আমাদের দেশে জনগণের অশিক্ষা ও নিরক্ষরতাই মৌলবাদে প্রসারের মূল কারণ, বিমলকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে একমত হতে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে সেটা সত্যি হলে, নেহরু উদারবাদী রাজনীতি করতে পারতেন না, পারতেন না 'হিন্দু কোড বিল' পার্লামেন্টে পাশ করাতে। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা মৌলবাদ ও ধর্মীয় হিংসার একমাত্র কারণ হতে পারে না। তবে এটাও সত্যি যে 'অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা' নিরসন না করলে মৌলবাদীরা অনায়াসে মানুষকে হিংসা ও সংঘর্ষের পথে পরিচালিত করতে পারে। কারণ তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করা। এই যে মৌলবাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দখলদারী নিল এই উপমহাদেশে, সেজন্য RSS ও পুরাতন জনসংঘ বা বর্তমানের ভারতীয় জনতা পার্টিকে কেবল দায়ী করা যায় না। তিনি তাদের উত্থানের মূলে দায়ী করেছেন ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির মতো ভয়ানক রাজনীতিকে। ১৯৪৬-এ যে ভয়াবহ দাঙ্গা হল, তাকে যেন প্রতিহত করার স্বার্থে ভারত বিভাজিত হল। পাকিস্তান হল ইসলামের পবিত্র ভূমি, আর ভারত হল 'সেকুলার' বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। গান্ধি এই বিভাজন প্রথমে না মানলেও, পরে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন।

২

১. 'হিন্দু এবং মুসলমানের বিভিন্ন জীবনচর্যার বৃত্তকে ভেঙে ফেলে নতুন কোনো সার্বজনিক পারস্পরিক মেলামেশার নতুন এক সহচর্যার বৃত্ত তৈরি হয়ে ওঠেনি।'

২. 'হিন্দু-মুসলমান গ্রামে-শহরে ঘেঁসাঘেসি করেই থেকেছে, কিন্তু স্থানের দিক থেকে ঘেঁসাঘেঁসি হলেই সামাজিক সম্পর্ক অথবা মনের দিক থেকে কাছাকাছি হওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।'

৩. 'হিন্দুপ্রধান সমাজ মুসলমানদের সঙ্গে কাছাকাছি হলেও পিঠোপিঠি করেই থেকেছে। হিন্দুরা মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রভাবের জন্য প্রত্যক্ষ অবজ্ঞা করতে পারেনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা মুসলমানদের প্রতি সবচেয়ে নীচ ব্রাত্যজাতির ব্যবহার করে গেছে।'[৬]